প্রকল্প সড়কের অবস্থান

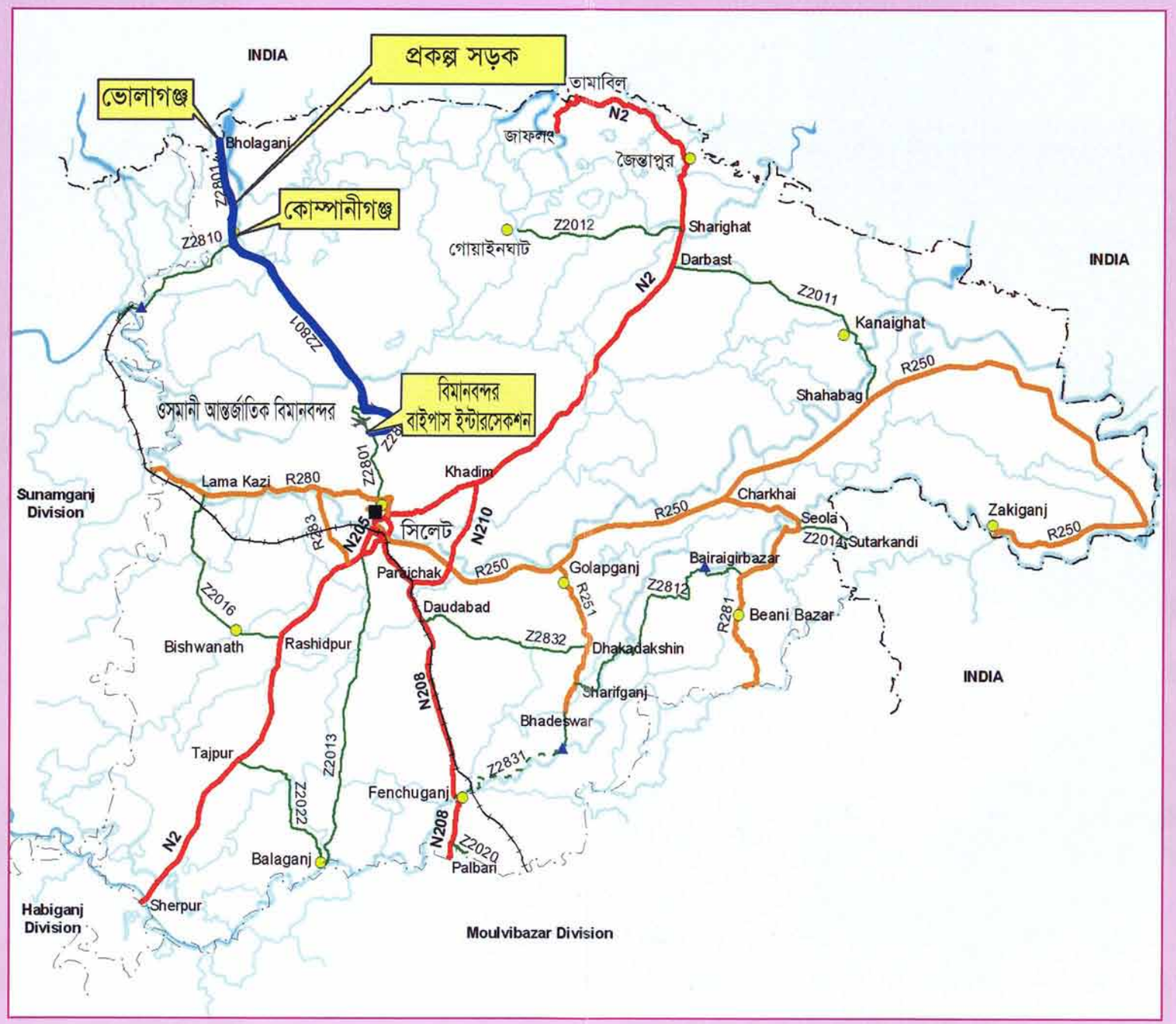

বিমানবন্দর বাইপাস ইন্টারসেকশন-লালবাগ সালুটিকর-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

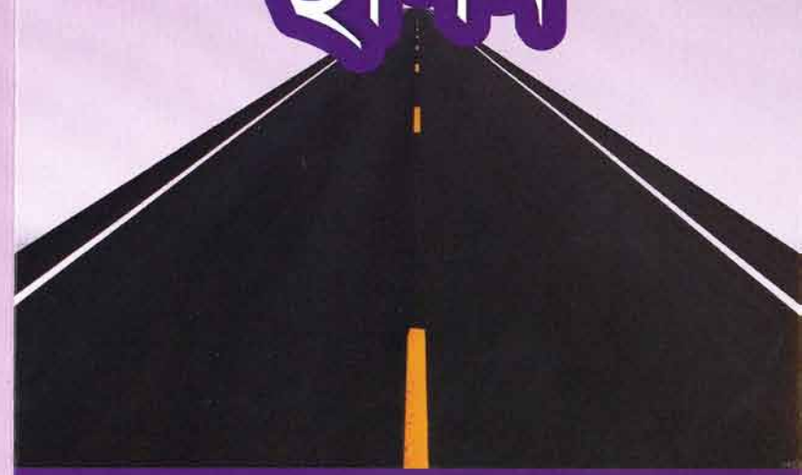

তারিখ ঃ ২৩ আশ্বিন ১৪২২ বঙ্গাব্দ
০৮ অক্টোবর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

পটভূমি

সিলেট-সালুটিকর-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা মহাসড়ক। ভোলাগঞ্জ স্থল বন্দর ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা হতে সিলেট মহানগরী দিয়ে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে সড়কটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার উল্লেখযোগ্য চারটি পাথর কোয়ারীর মধ্যে ভোলাগঞ্জ অন্যতম। সমগ্র দেশের অবকাঠামো নির্মাণের প্রায় ৭০% পাথর এ সব কোয়ারী হতে আহরিত হয়ে থাকে। ভারতের মেঘালয় রাজ্য হতে ভোলাগঞ্জ স্থল বন্দরের মাধ্যমে পাথর ও লাইম স্টোন দীর্ঘ দিন যাবত আমদানী হয়ে আসছে। বর্তমানে সড়কটিতে প্রতিদিন প্রায় ৫০০০ মালবাহী ট্রাক যাতায়াত করে। ইতোপূর্বে ভোলাগঞ্জ হতে আহরিত পাথর রোপওয়ের মাধ্যমে ছাতকে এবং ছাতক হতে রেল ও নদী পথে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবহনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এ ব্যবস্থা দীর্ঘদিন যাবৎ অকার্যকর হয়ে আছে। ফলে সড়ক পথে পাথর পরিবহন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সড়কটি জেলা মহাসড়ক শ্রেনীর হওয়ায় এর নির্মিত ভিত্তি ও পেভমেন্ট পাথরবাহী ট্রাক চলাচলের জন্য উপযুক্ত নয়। এ বিবেচনায় সড়কের স্থায়িত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান সড়কটিকে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নীত করার জন্য 'বিমানবন্দর বাইপাস ইন্টারসেকশন-লালবাগ-সালুটিকর-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ প্রকল্প' ০৭ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। এ সড়কটি একটি টোল সড়ক হিসেবে নির্মিত হবে।

মহাসড়কটির ভিত্তি পুনঃনির্মাণসহ জাতীয় মহাসড়কে উন্নীত করণ কাজ সম্পন্ন হলে আহরিত নির্মাণ উপকরণ সহজে এবং স্বল্প সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবহন করা সম্ভব হবে। এতে বর্তমানে চলমান দেশের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কাজের গতিও ত্বরান্বিত হবে। ভোলাগঞ্জ স্থল বন্দর হয়ে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

বর্তমান রাস্তার চিত্র

প্রকল্প সমাপ্তির পর রাস্তার প্রত্যাশিত চিত্র

প্রকল্প সমাপ্তির পর সেতুর প্রত্যাশিত চিত্র

প্রকল্প পরিচিতি

প্রকল্পের নাম	ঃ বিমানবন্দর বাইপাস ইন্টারসেকশন-লালবাগ সালুটিকর-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ।
প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	ঃ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ ফেব্রুয়ারী ২০১৮
প্রকল্প ব্যয়	ঃ ৪৪১.৫৪ কোটি টাকা
প্রকল্পের অর্থায়ন	ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়কের দৈর্ঘ্য	ঃ ৩১.৭৭৬ কিলোমিটার
ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ	ঃ ১৬.৭২ কিলোমিটার
রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ	ঃ ১৩.৩৩ কিলোমিটার
সেতু নির্মাণ	ঃ ১টি (৭৫.২৪ মিটার)
কালভার্ট নির্মাণ	ঃ ২ টি
সারফেস ড্রেন নির্মাণ	ঃ ২৯,৩৫২ বর্গমিটার
কংক্রিট স্লোপ প্রোটেকশন	ঃ ১,২২,২০০ বর্গমিটার
বাস-বে	ঃ ৬টি
ইন্টারসেকশন	ঃ ১টি
টোল প্লাজা	ঃ ১ টি